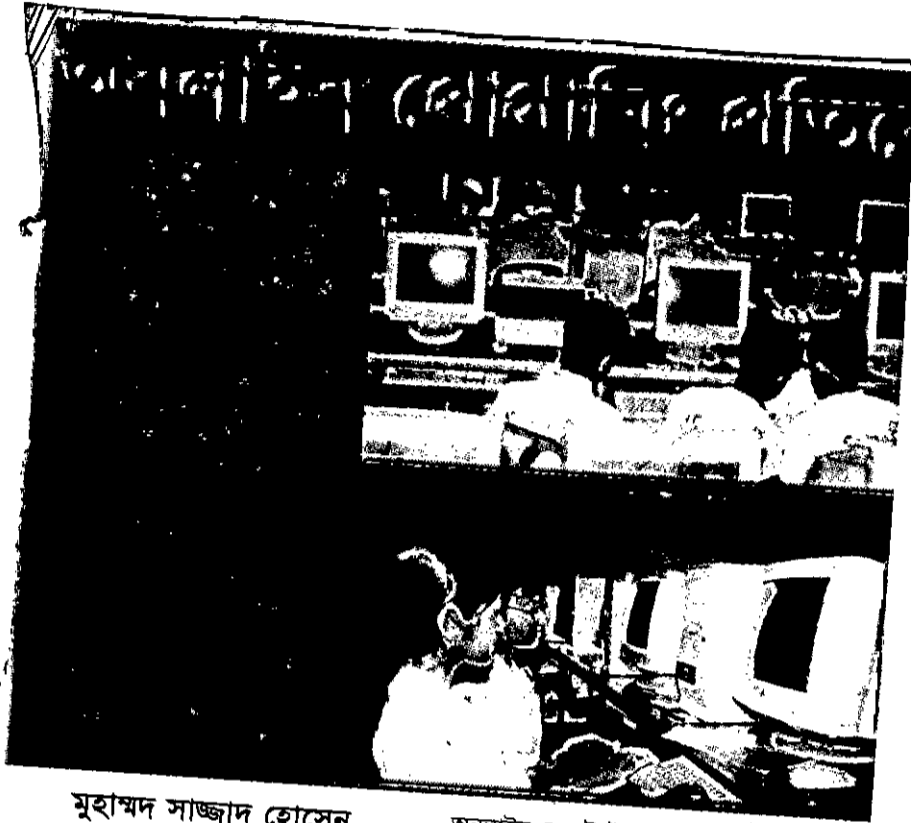


ইতিহাস



### মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন

ভালাদলিফ সাইটে বাংলাদেশীদের মধ্যে শীর্ষে অবস্থান করছেন সাজ্জাদ। তিনি প্রায় ৬৭৩টি সমস্যার সমাধান করেছেন এবং ৭ম অবস্থানে আছেন।

সাজ্জাদের জন্ম ১৪ আগস্ট ১৯৭৮। বাবা মুহাম্মদ নাজমুল হক সরকারী কর্মকর্তা, মা খালেদা আক্তার গৃহিণী। দুই ভাইয়ের মধ্যে সাজ্জাদ বড়। সাজ্জাদ বর্তমানে বুয়েটে কম্পিউটার সায়েন্স এ্যান্ড ইনজিনিয়ারিং-এ লেভেল ৩ টার্ম ২-তে পড়াশোনা করছেন।

ছোটবেলা থেকে সাজ্জাদের শখ ছিল আর্মি অফিসার হবেন, বড় হবার পর ডাক্তারী পড়ার জন্য চাপ দেয়া হয় তাকে। অবশ্য শেষমেষ তিনি বুয়েটেই ভর্তি হন। বুয়েটের রেজাল্ট আর একদিন পরে বের হলে তিনি ডাক্তারীই পড়তেন। সাজ্জাদ ৯৫ সালে গভঃ ল্যাব হাইস্কুল (ময়মনসিংহ) থেকে ৮৬০ নম্বর পেয়ে এসএসসি পাস করেন। ইন্টারমিডিয়েট দেন নটরডেম কলেজ থেকে ৯৭ সালে, ৮৮৩ নম্বর পান।

সাজ্জাদ জানালেন তিনি প্রথম কম্পিউটার পান বুয়েটে ক্লাস শুরু হবার ছয়দিন পর। একাডেমিক প্রয়োজনে তখন থেকেই তার প্রোগ্রামিং চর্চা শুরু। তবে প্রোগ্রামিং কনটেস্টের জন্য কাজ শুরু করেন লেভেল ২ টার্ম ১ থেকে। নিজে চেষ্টা করেই এতদূর এসেছেন সাজ্জাদ।

বুয়েটে ভর্তি হবার পর থেকে কোন প্রোগ্রামিং কনটেস্টই বাদ দেননি সাজ্জাদ। Electro Computer Days (2001), Intra Buet programming Contest (2001), NCPC 2001, AGM Regional 2001 (Dhaka Site) কোনটিই তিনি বাদ দেননি। পাশাপাশি

অনলাইন কনটেস্টে অংশগ্রহণ ছিল নিয়মিত। কয়েকমাস আগে ভালাদলিফ সাইটে অনুষ্ঠিত Golden wedding Contest Festival এও সাজ্জাদের দল ভাল করেছে। ঐ দলে সাজ্জাদ ছাড়াও ছিলেন সুমন এবং কামরুজ্জামান। প্রোগ্রামিং কনটেস্টের পাশাপাশি সাজ্জাদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সফটওয়্যার ডেভেলপ করেছেন। যেমন Students' Database, জাভা দিয়ে চ্যাপ করার একটি সফটওয়্যার, ওর্যাকল দিয়ে মেডিক্যাল রিসোর্স ইনফরমেশন কিট, সিজিআই ব্যবহার করে অনলাইন লাইব্রেরী উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তিনি দু'একটি ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজও করেছেন। এখন কাজ করেছেন একটি telephony software নিয়ে।

### শাহরিয়ার মনজুর সুমিত

ভালাদলিফ সাইটের 24-hour judge এ সুমিত বাংলাদেশীদের মধ্যে এখন দ্বিতীয় হলেও ক'দিন আগ পর্যন্তও তিনিই ছিলেন প্রথম। এখন পর্যন্ত তিনি ৬০১টি সমস্যার সমাধান করেছেন এবং পুরো পৃথিবীর মধ্যে ১৪তম অবস্থানে আছেন। সুমিতের বাবা এসএম মনজুর রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজের অ্যাডিশনাল চীফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, রিটার্ড করার পর DDC-তে কর্মরত আছেন। মা কামরুন নাহার টপ্পী গভঃ কলেজের বাংলা বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। এক ভাই এক বোনের মধ্যে সুমিত ছোট।

সুমিত ৯২ সালে ৮৮২ নম্বর পেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভারসিটি স্কুল থেকে এসএসসি এবং ঢাকা কলেজ থেকে ৯৪ সালে ৯২৮ নম্বর পেয়ে এইচএসসি পাস করেন। বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষায় ২য় স্থান অধিকার করেন তিনি। বুয়েট থেকে পাস করে যাবার পর থেকে তিনি বিভিন্ন